ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৬ শ্রাবণ ১৪২৮, ৩১ জুলাই ২০২১

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

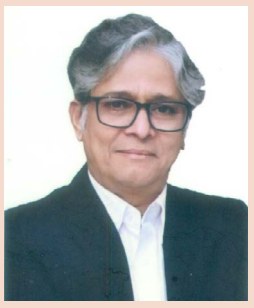

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করেন।

গত ১৮ জুলাই ২০২১ এক শুভেচ্ছা বার্তায় উপাচার্য বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদ-উল-আযহা সবার মধ্যে গড়ে তোলে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন। তিনি চলমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিরোধে গণসমাগম এড়িয়ে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্ববিধ্বংসী কোভিড-১৯ ভাইরাসের তীব্রতর সংক্রমণের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের নতুন শিখরে পৌঁছে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে গত ২৪ জুন ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে উপাচার্যকে তাঁর অভিভাষণ প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে ।

দ্বিতীয় শতবর্ষের উপযোগী বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলা হবে – উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্বিতীয় শতবর্ষের উপযোগী বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন, এক্ষেত্রে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সকলকে নৈতিক ও পেশাদারী দায়িত্ব পালন করতে হবে। গত ২৪ জুন ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এই অধিবেশন আয়োজন করা হয়। অধিবেশনে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ৮৩১ কোটি ৭৯ লাখ টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ৭৭৪ কোটি ২৮ লাখ ৪২ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। উপাচার্যের অভিভাষণের পর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এই বাজেট উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক্‌নির্দেশনায় প্রথমবারের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় ছাত্রীদের জন্য 'জয় বাংলা হল' ও 'শহিদ এ্যাথলেট সুলতানা কামাল হল' নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি' শীর্ষক প্রতিপাদ্য ধারণ করে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল সংস্কার ও সম্প্রসারণ, একাডেমিক ও আবাসিক ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর অবারিত অবদান ও সুতীক্ষ্ণ নজরদারি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। সম্প্রতি যুগোপযোগী, আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র নির্মাণেও তাঁর অবদান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে Magnificent Majestic Endowment হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি বলেন, নারীর মর্যাদা, অবদান (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডিজিটালাইজেশনের অগ্রযাত্রায় ঢাবি'র নতুন মাইলফলক

অনলাইনে বিভিন্ন বর্ষে ভর্তি ও ফরম ফিল-আপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স শ্রেণির বিভিন্ন বর্ষ/সেমিস্টারে ভর্তি এবং পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। ২১ জুন ২০২১ তারিখ থেকে অনলাইনে এসব কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৭ জুন ২০২১ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীরা ভর্তি ও পরীক্ষার ফি ব্যতীত হল এবং বিভাগ/ইনস্টিটিউটের যাবতীয় পাওনাদি পরীক্ষার পর পরিশোধ করতে পারবেন।

করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবার ভর্তির বিলম্ব ফি মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা https://student.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভর্তি ও পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মূল অনুষ্ঠান আগামী ১ নভেম্বর, ২০২১

প্রতীকী কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত

১ জুলাই ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৯২১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতি বিবেচনায় দিবসটি উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে সশরীরে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়নি। তবে অনলাইনে প্রতীকী কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন উড্ডয়নের মাধ্যমে দিবসটির প্রতীকী কর্মসূচি শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রতীকী কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সীমিত সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের গৌরবগাঁথা নিয়ে শতবর্ষ পাড়ি দিয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চলমান নভেল করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে মূল অনুষ্ঠানের অগ্রবর্তী অনুষ্ঠান হিসেবে দিবসটিকে আজ প্রতীকী কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করতে হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল বক্তা হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। তিনি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ : ফিরে দেখা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য আরও বলেন, শতবর্ষের বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ মূল অনুষ্ঠান আগামী ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শতবর্ষের মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কার্জন হল প্রাঙ্গণে একটি বুদ্ধ নারিকেল গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে শত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও উদ্বোধন করেন।

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তিতে ভার্চুয়াল সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে গত ১ জুলাই ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল বক্তা হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী।

সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব তৈরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে – উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব তৈরিতে এবং দক্ষ ও প্রকৃত মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি দিবস উপলক্ষ্যে গত ১ জুলাই ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে উপাচার্য এ কথা বলেন।

আলোচনা সভায় মূল বক্তা হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৭ এপ্রিল ২০২১ অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা ও উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৫৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

দ্বিতীয় শতবর্ষের উপযোগী বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলা হবে- উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) ও ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করে সমাজকে আলোকিত করা এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর উইমেন, জেন্ডার এন্ড পলিসি স্টাডিজ' নামে একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি' এর কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

উপাচার্য বলেন, মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার তহবিল গঠন ও গবেষণাগারের আধুনিকায়ন, মল চত্বরের ল্যান্ডস্কেপিংসহ 'সেন্টিনারি মনুমেন্ট' তৈরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের ওপর মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এসব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। আগামী ১ নভেম্বর শতবর্ষপূর্তির মূল অনুষ্ঠান এবং মধ্য-নভেম্বরে লন্ডন-কনফারেন্স আয়োজনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে গত ১ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখা হয়েছে। সেশনজটের ঝুঁকি মোকাবেলায় 'ক্ষতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা' (Loss Recovery Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধৈর্য, সাহস ও সঠিক পরিকল্পনায় সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনতে 'ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' তৈরি করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য আরও বলেন, গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিকভাবে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'গ্র্যাজুয়েট প্রমোশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তামূখী বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টার (আইসিই) কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির (Knowledge Based Economy) গবেষণাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির (আইআইটি) মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'আইটি হাব' তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সমন্বিত করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি হবে শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব সবুজ প্রযুক্তির (Green Technology) তৈরি প্রথম ভবন।

অধিবেশনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বক্তব্য রাখেন। উপাচার্যের অভিভাষণ ও কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তৃতার উপর সিনেট সদস্যগণ আলোচনায় অংশ নেন।

অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১ ডিসেম্বর ২০২০ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী ছিলেন একজন স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ ও গবেষক। তিনি ইতিহাস বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থসহ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য 'History of Dhaka University' শীর্ষক গ্রন্থের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।

তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি। বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা, প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী গত ১ ডিসেম্বর ২০২০ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

অনলাইনে বিভিন্ন বর্ষে ভর্তি ও ফরম ফিল-আপ

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনলাইনে ভর্তি ও পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল প্রযুক্তিতে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। ডিজিটালাইজেশনের অগ্রযাত্রায় এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন মাইলফলক।

শোক সংবাদ

ঢাবি'র সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৭ জুলাই ২০২০ এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। দেশের রাষ্ট্র চিন্তা, সমাজ ব্যবস্থা, গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ এই শিক্ষাবিদ মৃদুভাষী ও সৌজন্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, প্রক্টরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ গত ১৭ জুলাই ২০২০ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

অধ্যাপক ড. কাজী আবদুল ফাত্তাহ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কাজী আবদুল ফাত্তাহ-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৩ জুলাই ২০২০ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, অধ্যাপক ড. কাজী আবদুল ফাত্তাহ ছিলেন একজন খ্যাতিমান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্ল্যান্ট ফিজিওলজিস্ট বিষয়ে একজন প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ একাডেমি ফর সায়েন্সেস-এর সদ্যবিদায়ী প্রেসিডেন্ট। জীবনদর্শনে অধ্যাপক ড. কাজী আবদুল ফাত্তাহ ছিলেন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ। শিক্ষা প্রসারে অসামান্য অবদানের জন্য গুণী এই উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. কাজী আবদুল ফাত্তাহ গত ১৩ জুলাই ২০২০ ধানমন্ডিস্থ নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবন চত্বরে দুষ্প্রাপ্য 'রুদ্রাক্ষ' গাছের চারা রোপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৯ জুলাই ২০২১ উপাচার্য ভবন চত্বরে ভেষজ গুণসম্পন্ন একটি দুষ্প্রাপ্য 'রুদ্রাক্ষ' গাছের চারা রোপন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাবি আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা এবং উপাচার্যের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, রুদ্রাক্ষ এক প্রকার বৃহৎ চিরহরিৎ বৃক্ষ। এটি এখন একটি দুষ্প্রাপ্য গাছ। এই গাছ Elaeocarpaceae পরিবারভুক্ত Elaeocarpus গণের উদ্ভিদ। এর অনেক প্রজাতি রয়েছে যার মধ্যে Elaeocarpus Ganitrus প্রজাতিটি অন্যতম। রুদ্রাক্ষ গাছ দেখতে অনেকটা বকুল গাছের মত। গাছের ফল দেখতে গাঢ় নীল রঙের। এই ফলের বহিরাবরণ সরিয়ে নিলে রুদ্রাক্ষ বেরিয়ে পড়ে। এই ফল মৃগীরোগীদের জন্য উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব তৈরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে -উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতিসহ বিভিন্ন সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তথ্য-উপাত্ত ও স্মৃতিচারণমূলক সারগর্ভ বক্তব্য প্রদানের জন্য বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদগ্ধজন সম্পর্কে এবং এর গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী যে অসাধারণ বক্তব্য রেখেছেন, তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

মূল প্রবন্ধে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী বলেন, "আজ পুরো ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গর্বিত ছাত্র। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পালনের আয়োজনে যোগ দিতে পারায় আনন্দিত। শতবর্ষ পালনের ইতিহাস অত্যন্ত ঐতিহ্যপূর্ণ। আমার বিস্ময় শতবর্ষ ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরবময় ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। বছর বছর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন মেধা, নতুন প্রতিভা যুক্ত হয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, স্যার এ এফ রহমান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক মাহমুদ হুসেইন, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীসহ আরো অনেক খ্যাতি সম্পন্ন মানুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নিজে যেমন একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মান বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।"

তিনি বলেন, "গত শতকের পঞ্চাশের দশক ছিল বাংলাদেশের বাঙালির রেনেসাঁর কাল। শিল্পে ও সাহিত্যে, বিজ্ঞান চর্চায় পূর্ববাংলার বাঙালির নব উন্মেষের কাল। এই রেনেসাঁয় নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওই দশকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তী দশকগুলোতেও অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের মধ্যে অন্যতম বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যার অনন্য নেতৃত্বে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির কথা আজ বিশ্বময় নন্দিত।"

তিনি আরও বলেন, "প্রায় সাত দশক ধরে একুশের প্রভাত ফেরীতে যে গানটি গাওয়া হয় সেটি কবিতা হিসাবে লিখেছিলাম ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। মুক্তিযুদ্ধেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অবিস্মরণীয়। পাকিস্তানি হানাদারেরা ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে তাঁদের প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গেরিলা যুদ্ধে যোগদান করেছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিভাগের পুরানো ভবনের ছাদে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। একটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার উদাহরণ সম্ভবত আর কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। ৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে, 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে' বলে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ঢাকার রাস্তায় প্রতিরোধ ব্যারিকেড তৈরি করে।"

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী বলেন, "সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন আমলে শাসকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উৎপাত সৃষ্টি করেছিলেন। ছাত্রদের বিভ্রান্ত করে তাদের মধ্য থেকে সন্ত্রাসীও সৃষ্টি করেছিলেন। হলে ছাত্র ভর্তি এবং শিক্ষক নিয়োগে আগের নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে শিক্ষাব্যবস্থাতেও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ফিরে আসার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা দূর করার চেষ্টা শুরু হয়। এটা আমার প্রার্থনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এককালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ছিল। সেই নামে এবং গৌরবে সে যেন আবার উন্নীত হয়।"

সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাহাদাৎবরণকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

জাপানের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি গত ২৮ অক্টোবর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর সিনিয়র রিপ্রেজেনটেটিভ কাওয়াজো ইয়াসুহিরো উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে জাপানের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে মত বিনিময় করেন। এসময় জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি উপাচার্যকে অবহিত করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানী ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য জাইকা জাপানী ভলেন্টিয়ার প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জাইকা চেয়ার' প্রকল্পের আওতায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিষয়ে জাপানী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহের বিষয়েও তিনি উপাচার্যকে অবহিত করেন। এসব বিষয়ে জাপানী রাষ্ট্রদূত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাথে জাপানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাপানের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও এই কার্যক্রম স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা যেতে পারে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) সিনিয়র রিপ্রেজেনটেটিভ কাওয়াজো ইয়াসুহিরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাইকা'র সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হবে বলে উপাচার্যকে জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার আগ্রহ প্রকাশের জন্য জাপানী রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং কিয়ুন গত ১১ নভেম্বর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের ডেপুটি চীফ মি. চিওল-স্যাং কিম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কোইকা (KOICA) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করেন। উপাচার্য বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্যতম অংশীদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাঁরা শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উভয় দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে ভূমিকা রাখবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং কেয়ান বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা, সেন্টার ফর ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি গত ২৮ অক্টোবর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং কিয়ুন গত ১১ নভেম্বর ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

জাইকা চেয়ার সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এবং ঢাকাস্থ জাপানি দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে 'জাপানিজ এক্সপেরিয়েন্স অব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট: ইমপ্লিকেশনস্ টু বাংলাদেশ' শীর্ষক জাইকা চেয়ার সেমিনার গত ১০ মার্চ ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ এবং বাংলাদেশ ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি। এতে 'ইকোনমিক গ্রোথ এন্ড জাপানিজ ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জাপান-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হিরোউকি ইটামি। এছাড়া, সেমিনারে জাপানের ন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ-এর অধ্যাপক ড. কেনিচি ওহ্নো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুনের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর চিফ রিপ্রেজেনটেটিভ মি. উহো হায়াকাওয়া।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করা হয়েছে। জাপানকে অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই জাপান বাংলাদেশের শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১০ মার্চ ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাশরুমে জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, জাইকা এবং ঢাকাস্থ জাপানি দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'Japanese Experience of Economic Development: Implications to Bangladesh' শীর্ষক জাইকা চেয়ার সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি দু'দেশের বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপান সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

সেমিনারের পূর্বে জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করেন।

নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে ওয়েবিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ০৭ জানুয়ারি ২০২১ এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী। 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য ন্যায় এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সামাজিক নির্ণয়ক সনাক্তকরণ: বাংলাদেশের ঢাকা শহরে ডেঙ্গু মহামারি সম্পর্কিত একটি কেস স্টাডি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদ আহমেদ। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. নাইমা হক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সময়োপযোগী এই ওয়েবিনার আয়োজন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এই ওয়েবিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন এবং মহামারি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. ফরিদ আহমেদ স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য নিরসন করে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

'বাজেট ২০২১-২২ পর্যালোচনা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক আলোচনা সভা

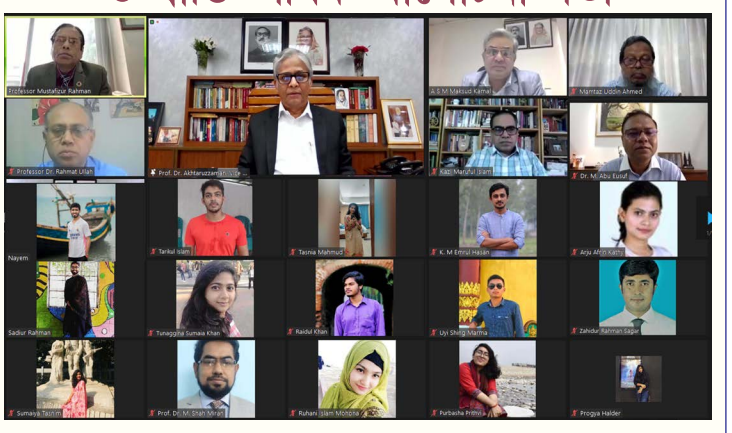

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র উদ্যোগে গত ১৪ জুন ২০২১ 'বাজেট ২০২১-২২ পর্যালোচনা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে এই আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য আয়োজক, বক্তা, আলোচক ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা অপরিহার্য। এজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতমানের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের নিকট সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। অর্থনীতি, বাজেট, উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে অধিকতর গবেষণা করার জন্য উপাচার্য সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানিত ফেলো ও ঢাবি সিনেট সদস্য অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিএনসিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)-এর উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০দিনব্যাপী রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, শোভাযাত্রা, মুকাভিনয়, পথশিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানাবিধ সচেতনতামূলক সামাজিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১২ জানুয়ারি ২০২১ বিএনসিসি ব্যাটালিয়ন, রমনা রেজিমেন্ট-এ এসব কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিএনসিসি'র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাহিদুল ইসলাম খাঁন, বিএসপি,এনডিসি, পিএসসি, রমনা রেজিমেন্টের রেজিমেন্ট কমান্ডার লে: কর্ণেল রাহাত নেওয়াজ, পিএসসি, রমনা রেজিমেন্টের ১ বিএনসিসি ব্যাটালিয়নের ব্যাটালিয়ন এ্যাডজুটেন্ট মেজর আব্দুস সামাদসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিএনসিসি'র প্রায় ১৫০জন ক্যাডেট, বিএনসিসিও, পিইউও এবং টিইউওগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান করোনা (কোভিড-১৯) সংক্রমণ রোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানাবিধ সচেতনামূলক সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করায় বিএনসিসি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, করোনা মহামারি প্রতিরোধে ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিএনসিসি'র এই ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সুনাগরিক হিসেবে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় এবং যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় বিএনসিসি'র ক্যাডেটগণ সামাজিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় কবির ১২২তম জন্মবার্ষিকী পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বাংলা/২৫ মে ২০২১ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সকালে কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে কবির বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ ও দোয়া করা হয়। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব কর্মসূচি পালিত হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সাম্য, প্রেম, ভালোবাসা ও মানবতার কবি। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন কবি কাজী নজরুলকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে বাংলাদেশে আনেন। জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে বঙ্গবন্ধু তাঁকে যথার্থভাবে সম্মানিত করেছেন।

উপাচার্য আরও বলেন, জাতীয় কবির অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তিনি জাতীয় কবির মূল্যবোধ ধারণ করে সমাজের নানান অবক্ষয় রোধ ও চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের ৫৩তম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর ৫৩তম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান গত ২৬ জুন ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক

অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ারের সভাপতিত্বে গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েশন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলে ফাহিম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিবিএ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড. রেজওয়ানুল হক খান এবং আইবিএ ক্যারিয়ার সেন্টারের কো-অর্ডিনেটর মো. ইফতেখারুল আমিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) হচ্ছে দক্ষ ও মানসম্পন্ন বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তৈরির একটি অন্যতম সেরা ইনস্টিটিউট। তিনি মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে সুনাগরিক হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এই ইনস্টিটিউটের গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাচের বিবিএ, এমবিএ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ এবং ডিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষা ও গবেষণা সহায়ক ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদে প্রতিষ্ঠিত "শিক্ষা ও গবেষণা সহায়ক ট্রাস্ট ফান্ড"-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী ৪০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৭ জুন ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। এই অনুদানের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডটির মূলধন ৭০ লাখ টাকায় উন্নীত হলো। বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ খাত থেকে অনুদানের এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণার মানোন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, গবেষণার ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপন, আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশ, GRE, IELTS ও TOEFL পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা ও গবেষণা উপকরণ ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুদানের জন্য বিজ্ঞান অনুষদের ডিনকে ধন্যবাদ জানান। এই ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে তরুণ শিক্ষকরা উপকৃত হবেন এবং গবেষণায় আরও উৎসাহিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

'হিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগে 'হিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলামের পক্ষে তাঁর স্বামী এস. এম. বখতিয়ার আলম ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৫ জুন ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেহ্জাবীন হক ও রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন ।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের ৩০জন শিক্ষার্থীকে ইন্টার্ণশিপ করার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম এবং তাঁর স্বামী এস. এম. বখতিয়ার আলমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্ণশিপ করার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদানে এই ট্রাস্ট ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরেও পরিচালক হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে ৯ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১৩ জুন ২০২১ অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগে মুজিব শতবর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন এবং মুজিব কর্ণার, মুজিব ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ, নবনির্মিত আধুনিক রিডিং জোন ও কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল চত্বরে শহীদদের স্মরণে নির্মিত 'স্মৃতি ফলক' উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ০১ মার্চ ২০২১ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ফলক উদ্বোধন করেন। পরে তিনি শহীদদের স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদাসহ হলের আবাসিক শিক্ষক ও শহীদ পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকঃ মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদকঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদকঃ তাওহিদা খানম তাসমিন ও মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারীঃ নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিকঃ আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোনঃ ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫